Anandabazar Patrika-19 April 2009

আদিবাসী শিশুদের জন্য স্কুল আর গাছ লাগানোই ধ্যানজ্ঞান

অশোককুমার কুণ্ডু • বান্দোয়ান

মোটেও অপরিচিত নন। স্বরচিত খান পঞ্চাশেক গদ্য-পদ্যের বইয়ে তাঁকে চেনেন অনেকেই। কিন্তু মধ্য বয়সের হঠাৎ এই রূপান্তর অনেকের কাছেই অজানা। পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের কাছে 'ভালো পাহাড়' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা একেবারেই অ-বাণিজ্যিক। বহু মানুষের দানে-শ্রমে গড়ে উঠেছে পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষি, ভেষজ ও আদিবাসী শিশুদের স্কুল।

কলকাতার মধ্য সত্তরের এক 'যুবকে'র ফেডেড জিনস ছেড়ে দেহাতি রূপ। খাটো ধুতি আর ফতুয়া। বান্দোয়ানের অনেকে বিশ্বাস করেন, চেনেন তাঁকে 'ওই গাঁয়ের মাস্টার' বলে। এক জীবনে দামাল, বারদুয়ারি ও জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরা কমল এখন গাছের প্রেমে বিভোর। টিসকোর চাকরি শেষে আর পাঁচটা মধ্যবিত্তের মতো চার দেওয়ালের নিশ্চিন্ত, নিরাপদ জীবনকে আঁকড়ে ধরেননি। নেমে পড়েছেন মাটিতে। তারপর শুধুই মৃত্তিকাময়। গাছ লাগাচ্ছেন, গোয়ালের গাভীকে মাঠ দেখাচ্ছেন। সব ছেড়ে ছুড়ে ডাঙরজুড়ির 'ভালোপাহাড়ে' বসবাস। আদিবাসী বাচ্চাদের জন্য স্কুল, তাদের নিয়ে গাছ লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু এ সব কেন?

দু'হাত নাড়তে নাড়তে কমলবাবুর উত্তর, "এত সব ভাবিনি। তবে আমি বিশ্বাস করি একটা মহাভারত লেখা আর একটা গাছ লাগানো দুটোই সমান মূল্যবান। যাদের জন্য লিখিনি, সেই নিরক্ষর আদিবাসীদের জন্য ছোট্ট একটা স্কুল গড়ে আমার ভূমা-ঋণ শোধ করতে চাই। কিন্তু দোহাই আপনাকে, 'ভালো পাহাড়ে'র রূপকার আমি একা নই। শুরু করেছিলাম কয়েক জন বন্ধু মিলে। সহকর্মী বারীন আছেন। 'ভালো পাহাড়ে'র যদি কোথাও ব্যর্থতা থাকে তার দায় একা আমার। সাফল্যের যদি ভাগ দেন তবে আমার প্রাপ্য, সূচাগ্র মেদিনী।" কথা শেষ করে পা বাড়ালেন ভালোপাহাড়ের পথে।

মাটির মানুষ

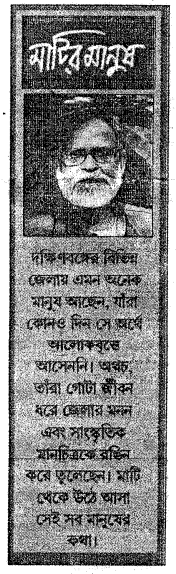

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা কোনও দিন সে অর্থে আলোকবৃত্তে আসেননি। অথচ, তাঁরা গোটা জীবন ধরে জেলার মনন এবং সাংস্কৃতিক মানচিত্রকে রঙিন করে তুলেছেন। মাটি থেকে উঠে আসা সেই সব মানুষের কথা।

–১৯ শে এপ্রিল ২০০৮, আনন্দবাজার পত্রিকা

কমল সংবাদ

বইপড়া

গৌতম ঘোষদস্তিদার

কমল চক্রবর্তীর কবিতা আজও রহস্যময়, একা

কবিতাকে যদি রমণী ধরা যায়, কমল চক্রবর্তী তাহলে সেই রমণীর সঙ্গে সুদীর্ঘ ৩৬ বছর সহবাসী হয়ে আছেন। কবিতার সঙ্গে কমলের প্রেম ও ঘৃণা, উল্লাস ও বিবাদ, সম্ভোগ ও সন্ন্যাসের ইতিহাস যে কেবল দীর্ঘকালীন, তা-ই নয়, দীর্ঘ টানাপোড়েনে তা ক্ষতবিক্ষত রোমাঞ্চকর ও বন্ধুর। তার 'একশো কমল' শীর্ষক কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় কমল লিখেছেন, "সত্যি বলতে কি, দুজন নরনারী পঞ্চাশ ষাট বা সত্তর বছর পাশাপাশি বা এক বিছানায় থেকেও উভয় উভয়ের কাছে অনেকাংশে অনাবিষ্কৃত। অনেক প্রেমচিহ্ন, ভালোবাসার রং, আজও আমরা জানি না। কেবল উন্নত স্তন বা গা: নিতম্ব তো ভালোবাসা হতে পারে না।" এই বিশ্বাসের জোর থেকেই তিনি দীর্ঘকাল সংরক্ত, বেহিসাবী জীবনযাপন করেছেন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশ্রয় না-পেলেও, একেবারে নিজস্ব উদ্দীপনায়, লিখে গিয়েছেন অজস্র গদ্যপদ্য। দলবল জুটিয়ে একেবারে লক্ষ্যভেদী জঙ্গিপণায় বের করছেন 'কৌরব' পত্রিকা। এই সবকিছুই তাঁর ওই কবিতা-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। কবিতা বস্তুত তাঁর কাছে একধরনের অনিবার্য শ্রমশিল্প। নিজেকে

আছে' কবিতাটি। আমরা যারা কমলের অননুকরণীয় কণ্ঠে ওই কবিতাটির পাঠ শুনেছি, তারা জানি কবিতাটির নিহিত আগুন ও বিষাদ। আমরা এখানে তরুণতর পাঠকের জন্য সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত করতে চাই।

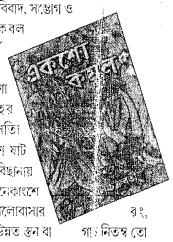

তুমার ডেরায় টাটা বাবা
তিন পুরুষের উঠা বসা খাওয়া
সাঁঝের বেলা কুঁকড়া লড়াই
রেত বিরেতে মহুয়া বনে শুয়া।

কেঁদ গাছেতে লাইগল আগুন
রাণীক্ষেতে দুখার মায়ের বুক
পটমদার হাটের দিনে
চালের সাথে বিকে দিলে সুখ।

টাটা বাবা, আগুন দিলে
লোহা লিলে
দুখার মায়ের বুকের থিকে
মহুয়া গাছের ছায়া লিলে কেন?
বিয়ান বেলায় উঠে দেখি
পালক মেলা পইড়ে আছে
কুঁকড়া দুটা নাই সেঠিনে কেন?

–কবিসম্মেলন – মার্চ–২০০৮

একমনে

কমল চক্রবর্তী

একটা সময় গাছপালা কিছুই ছিল না, শুধু ন্যাড়া পাহাড় আর পাথুরে জমি। আজ সেখানে দেড়শো বিঘে জমির ওপর মাথা তুলেছে দু'লক্ষেরও বেশি গাছ। একটা সময় প্রতি রবিবার সকালে সেই জায়গায় চলে আসতেন কৌরব-পত্রিকার সূত্রে সুপরিচিত কবি কমল চক্রবর্তী। জামশেদপুর থেকে ষাট কিলোমিটার স্কুটারে পাড়ি। আজ সেখানেই, মানে ভাল পাহাড়-এ ঠাঁই নিয়েছেন তিনি। চাকরি ছেড়ে ২০০০-২০০১ থেকেই তাঁর এই বনবাস। সবুজের অভিযানে সঙ্গীও এসে গেল কয়েক জন। দেবজ্যোতি দত্ত, বারীন ঘোষাল, জয়ন্তী চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু মিত্র, সুনীল মুখোপাধ্যায়, অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের সবার যত্নে চারাগাছেরা ভাল পাহাড়-এ ছায়াসরণি বানিয়ে ফেলল। দূরে একটা তিরতিরে আমলি নদী বইত বটে, আশেপাশে জল ছিল না। পঞ্চায়েতে চিঠি লিখে টিউবওয়েল হল। চল্লিশ বিঘে জমিতে গাছ লাগাতেন সারাদিন। ওরই মধ্যে আলুসেদ্ধ-ভাত, খিচুড়ি, শুকনো মুড়ি-কাঁচা লঙ্কা, চা। কমল হাসেন, 'পনেরো হাজারের মতো গাছ লাগিয়েছিলাম তখন, কত গাছ মরে গেল। আবার বেঁচেও রইল প্রচুর, কী ভাবে বাঁচল সেটাই আশ্চর্য!' আর পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থেকে দক্ষিণে দশ কিলোমিটার রাস্তা ভেঙে সেই উপত্যকা, যার নাম 'ভাল পাহাড়', সেও কি কম আশ্চর্য। অক্সিজেন বেড়েছে, বাতাসে পাখির ডাক, মাটিতে জঙ্গুলে ছায়া, গত এক যুগ অরণ্যের অধিকার নিয়ে আরও অনেক সহমর্মীর সঙ্গে জেগে আছেন তিনি। কমল চক্রবর্তী।

–আনন্দবাজার পত্রিকা 'ব্যতিক্রম' –এপ্রিল ২০০৮